দৈনিক ইনকিলাব

011

তারিখ 12 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান

আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই-এর সাথে যারা পরিচিত আছেন বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের কাছে "এসো নিজে করি" কথাটি অতি পরিচিত। বিজ্ঞান বই-এর পদার্থ বিষয়ক অধ্যায়ে প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে জুড়ে দেয়া আছে "এসো নিজে করি।" পুরাতন বই পরিবর্তন করে নতুন বইতে এ বিষয়টির সংযোজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে পড়ার সাথে সাথে যদি জিনিসটি হাতে তৈরী করতে পারে, তবে সেটা তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে 'এসো নিজে করি' কথাটি বলেই তো দায়-দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। নিজে করতে যে সকল সরঞ্জামাদি দরকার তা আমাদের আছে কি? প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে বিজ্ঞানাগার নেই এবং থাকলেও পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি নেই, সেখানে মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে কি পরিমাণে বিজ্ঞান বিষয়ক সরঞ্জামাদি রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু মাত্র সরঞ্জামের অভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান পড়াতে শিক্ষকরা যেমন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, সেই সাথে অভিভাবকরাও বিব্রত হচ্ছেন। স্কুলের পড়া তৈরী করতে গিয়ে কোন ছাত্র-ছাত্রী হয়ত বাসায় বড়দের কাছে অনুরোধ করে পড়াটা বুঝিয়ে দেবার জন্য। তখন বই হাতে নিয়ে নড়াচড়া করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ বইয়ের ভেতর যেভাবে লেখা আছে তা মুখে বলতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুই বোঝে না। ঐ অবস্থায় সরঞ্জামাদি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ থাকে না। স্কুলেই যেখানে পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি নেই এই অবস্থায় ঘরে সরঞ্জামাদির কথা ভাবাই অবান্তর।

আমাদের দেশে সাধারণত এগার থেকে পনের বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। এত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের কোন বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে বুঝিয়ে না দিলে কিংবা ওরা ভালভাবে বুঝাতে না পারলে, সেই বিষয়ের প্রতি ওদের বিরূপ ধারণা জন্মে। বর্তমানে স্কুলগুলোতে সীমিতসংখ্যক সরঞ্জামাদি নিয়ে যে ক্লাস চলছে না তা নয়। তবে বিষয়টা দাঁড়িয়েছে অনেকটা দায়সারা গোছের। দৈনন্দিন জীবনের জন্য বিজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে দায়সারা গোছের করে রাখলে ক্ষতি আমাদেরই। সুতরাং যাদের জন্য 'এসো নিজে করি' বিধিটি প্রণয়ন করা হয়েছে তারাই যদি তা বুঝতে না পারে তবে সেই বিধি প্রণয়নের সার্থকতা কোথায়? বিজ্ঞানের নতুন পাঠ্যপুস্তকের ধারা অব্যাহত রাখতে গেলে প্রতিটি স্কুলে বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখাবেন বলে আশা করি।

—টালী হেলেন